বাংলাদেশ-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস্

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছরের শুরুতে বাংলাদেশ-আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইন্‌ক্ (BAFI কিংবা বাফি)-এর উদ্যোগে এ বছরের মার্চ মাসে আমেরিকার কংগ্রেসম্যানদের সমন্বয়ে দ্বিদলীয় কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস্ গঠন করা হয়। কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলী (ডে - নিউ ইয়র্ক)'র নেতৃত্বে এ পর্যন্ত ১২ জন কংগ্রেসম্যান ও কংগ্রেসওম্যান বাংলাদেশ ককাসে যোগ দিয়েছেন - গ্যারী একারম্যান (ডে - নিউ ইয়র্ক), যোসেফ ক্রাউলী (ডে - নিউ ইয়র্ক), বেঞ্জামিন গিলম্যান (রি - নিউ ইয়র্ক), কেরোলিন ম্যালোনি (ডে - নিউ ইয়র্ক), জিম ম্যাকডারমন্ট (ডে - ওয়াশিংটন), কোনি মরেলা (রি - মেরিল্যান্ড), ফ্রাংক পেলোনি (ডে - নিউ জার্সী), থমাস পেট্রি (রি - উইনকন্সিন), মাইকেল কেপুনো (ডে - ম্যাসাচুস্যাট্স্), এড রয়েছ (রি - ক্যালিফোর্নিয়া), এবং রিচার্ড লার্সেন (ডে - ওয়াশিংটন)।

বাফি'র উদ্যোগে কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস্ গঠন করার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখা। এতে করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীরা বিভিন্নভাবে এবং সংগঠিতভাবে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে এবং দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিরসনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আমেরিকায় বসবাসকারী তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অভিবাসীদের উদ্যোগে এ ধরনের সুদূরপ্রসারী ককাসের আরো উদাহরণ রয়েছে। ভারত, চীন ও ইসরায়েলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও দৈনন্দিন কাজে এ ধরনের কংগ্রেশনাল ককাসের শুভ ফল লক্ষ্যণীয়।

গত বছরের ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল মাসে আয়োজিত দুটো ওয়ার্কশপের মাধ্যম নির্ধারিত অনেকগুলো বিষয়ে বাফি মনোযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে সকল বাংলাদেশী সংগঠন এই ওয়ার্কশপগুলোর মাধ্যমে তাদের সম্মিলিত মতামত দিয়েছে তারা হলো আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যান্ড আর্কিটেক্ট্স্, বাংলাদেশ কেমিক্যাল এ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কালচারাল এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন, এক্সপ্যাট্রিয়েট বাংলাদেশী ২০০০, নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্স এসোসিয়েশন, টেকবাংলা, এসোসিয়েশন অব ইকনমিক এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ অব বাংলাদেশ এবং সেতুবন্ধন।

যে সকল বিষয়ে বাফি উদ্যোগী ভূমিকা নিচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব ও স্পর্শকাতরতা কমিয়ে আনা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোকে রাজনীতির অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তকরণ, বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, দুর্নীতি মুক্তকরণ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক নবায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাবার পানিতে আর্সেনিক দূরীকরণ, আন্তর্জাতিক পানি বন্টন, দূষিত ও বর্জ্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী ও বিতরণ রহিতকরণ, বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকায় বাজারজাতকরণ, পুরনো আমেরিকান ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা, আধুনিক ও হাই-টেক প্রযুক্তির বিকাশ ও হস্তান্তর, বাংলাদেশের ছাত্রদের আমেরিকায় পড়াশুনার জন্য উন্মুক্ত ভিসা প্রদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা ইত্যাদি।

কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস্‌কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উপরোক্ত দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলোর সমাধান ত্বরান্বিত করা সম্ভব। আগ্রহী বাংলাদেশীরা নিজ নিজ এলাকার কংগ্রেসম্যান বা কংগ্রেসওম্যানকে ককাসে যোগদানের লিখিত আমন্ত্রণ পাঠাতে পারেন। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত কিংবা সম্মিলিত আমন্ত্রণপত্র ও প্রয়োজনীয় সহযোগী তথ্যাবলী বাফি'র ওয়েব সাইটে (www.bafi.org) পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিবেদক : সাবির মজুমদার।

বে এরিয়াতে 'বাবা'র সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান

বে এরিয়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (বাবা) আয়োজিত স্পোর্টস ও পিকনিক অনুষ্ঠিত হলো গত ১৬ই জুন। দিনটি ছিল শনিবার। চমৎকার একটি দিন, কোথাও এতটুকু ঠান্ডা নেই, বাতাস নেই, আছে শুধু রোদ্দুরের খেলা। স্থানীয় একটি ছিমছাম পার্কে বেশ কেটে গিয়েছিল সময়টা। স্পোর্টসের প্রধান আর্কষণ ছিল সকার খেলা। গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই সানিভেল আর স্যান হোজের মধ্যে এই সকার নিয়ে উত্তেজনা ছিল সবার মাঝে। কি করে ভালো টিম তৈরি করা যায় এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না দুই দলের অধিনায়কদের। স্যান হোজে অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের নিয়ে খেললেও ২-০ গোলে জিতে যায় সম্ভবত অভিজ্ঞতার জোরে। খেলায় ম্যান অব দি ম্যাচ হয়েছিলেন সৈয়দ আলী। এ দিনের আরেকটি আকর্ষণ দড়ি টানাটানিতেও স্যান হোজে জিতেছিল চমৎকারভাবে।

ছোট্ট বাচ্চাদের জন্যও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন ছিল। মেয়েদের জন্য ছিল মিউজিক্যাল চেয়ার।

খাবার-দাবারের ভেতরে ছিল চিকের বারবিকিউ। ছোট-বড় সকল বিজয়ীদের জন্য ছিল উপহার সামগ্রী।

প্রতিবেদক : আন্দালীব ফেরদৌস তনামী।

হিউস্টনের সাম্প্রতিক দুটো অনুষ্ঠান

মমতাজউদ্দীন আহমেদের নাটক 'ক্ষত-বিক্ষত' মঞ্চস্থ

গত ১৯ মে শনিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় হিউস্টনের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বলাকা' মঞ্চস্থ করেছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদের নাটক ''ক্ষত-বিক্ষত'' (মূল নাটকটি জার্মান নাটক The Broken Jug অবলম্বনে রূপান্তরিত)

'ক্ষত-বিক্ষত' নাটকের একটি দৃশ্য

Spring Field Middle School এর অডিটরিয়াম প্রায় দর্শক পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি দর্শক নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মূলত জঞ্জালী, চুটকী এবং চেয়ারম্যানের অভিনয় দেখে সবাই মুগ্ধ হন। জঞ্জালী চরিত্রে রূপদান করেন এটর্নী এহসানুর রহমান এবং যথাক্রমে চুটকী ও চেয়ারম্যানের ভূমিকায় ছিলেন মঞ্জুলী আহমেদ ও অসীম ব্যানার্জী।

কোন কোন সময় নাটকটি ঝুলে গেলেও প্রথম প্রদর্শনী হিসেবে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং আনন্দের সাথে উপভোগ করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেন কায়সার আহমেদ, নূরীন খান ববী, মো. মুসা, নায়ার সুলতানা পিয়া, আসিফ মনজুর, জসীম ভূঁইয়া, জিয়াউর রহমান, ইয়াসমিন হক, মৃণাল চৌধুরী, শাহরিয়ার, মুন্না আহমেদ, রাসমা খান, দিপন খান এবং রূপন খান।

মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় স্বর্ণা মাহমুদ, মজনু মিনহাজ মঞ্জু, রিফাত শাহিনূর সিদ্দিক, তাহমিন আলী এবং আদনান হুদা। স্টেজ ম্যানেজার ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, নৃত্য নির্দেশনায় নান্টু চৌধুরী, সেট ডিজাইনার এটর্নী এহসানুর রহমান, নির্দেশনায় ছিলেন মুনা সুলতানা আহমেদ।

বাংলাদেশ একাডেমীর শুভ উদ্বোধন

গত ১৭ই জুন রবিবার 'বাংলাদেশ একাডেমী মিলনায়তনে' বাংলাদেশ একাডেমীর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন হিউস্টন প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব আশরাফ ইসলাম। উদ্বোধন ঘোষণা করার পূর্বে ডঃ আলম বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন এবং বাংলাদেশ একাডেমীর সাফল্য কামনা করেন। জনাব আশরাফ ইসলাম বাংলাদেশ একাডেমীর মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের উত্তর দেন এহসানুর রহমান, ইমতিয়াজ আহমেদ পাভেল, এবং মজনু মিনহাজ মঞ্জু। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন এহসানুর রহমান। মিলনায়তন ভর্তি প্রবাসী বাংলাদেশী সকলেই বাংলাদেশ একাডেমীর সাফল্য কামনা করেন এবং সার্বিকভাবে সহায়তা করার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আজফার খালেদ, জুলফিকার খান, রুমানা আক্তার সাথী, এবং জিয়াউর রহমান অনু। তবলায় সহযোগিতা করেন ইমতিয়াজ আহমেদ পাভেল। ❐

প্রতিবেদক ❯ নাটক :আসিফ মনজুর, বাংলাদেশ একাডেমী : মিনহাজ মজনু মঞ্জু।

সান ডিয়েগোতে পহেলা বৈশাখ

বাংলাদেশ যদিও গ্রীষ্ম পেরিয়ে এখন বর্ষার মেজাজে সিক্ত, আমেরিকার সান ডিয়েগোতে সবে বৈশাখ এলো। জুনের ১৬ তারিখে এখানে সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো পহেলা বৈশাখ। অবশ্য সান ডিয়েগোর যেমন মিঠেকড়া রৌদ্দুরে আবহাওয়া, তাতে নতুন বৈশাখের রেশ যেন এখানে সবসময়ই লেগে থাকে।

ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে, মেক্সিকোর বর্ডার ঘেঁষে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এই সান ডিয়েগোতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের সংখ্যা দুই শতের কাছাকাছি। দুই বাংলার প্রবাসীদের নিয়ে হিসেব করলে এখানে বাঙালীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩৫০এর কাছাকাছি। সান ডিয়েগো আমেরিকার একটি অন্যতম নৌঘাঁটি, আর অধুনা এখানে এসেছে জীববিজ্ঞান ঘটিত এবং অন্যান্য হাইটেক শিল্পের জোয়ার। এখানে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বেশিরভাগই এই হাইটেক শিল্পের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত।

সান ডিয়েগোতে এবারে বৈশাখ নিয়ে এসেছে 'স্পর্শ'। সান ডিয়েগোতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের জন্যে স্পর্শ আয়োজিত এই বৈশাখী অনুষ্ঠান বলতে গেলে বেশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী বাঙালীরা নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে সান ডিয়েগোতে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠান এটাই প্রথম। স্পর্শ আয়োজিত এই বৈশাখী অনুষ্ঠানের আরেকটি বিশেষ দিক ছিল, সাড়ে তিন ঘন্টার এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরোটাই পরিবেশিত হয়েছিল স্থানীয় বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা। যদিও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ছিলেন বাংলাদেশী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিতে অপর বাংলার অধিবাসীদের অংশগ্রহণ এবং

সহযোগিতা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে দশ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এই প্রবাস জীবনে ভৌগোলিক সীমারেখার চাইতেও ভাষা আর সংস্কৃতিই যে আমাদের আপন করে এটা তারই আর একটি দৃষ্টান্ত।

বৈশাখের কথা ভাবলেই রবীন্দ্রনাথের কথা আসে সবার আগে। অনুষ্ঠানটি শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের সুরে সুরে বৈশাখকে আহ্বান জানিয়ে, ‘‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো...’’, গানের ছন্দে ছন্দে, নৃত্যের তালে তালে। সান ডিয়েগোর স্ক্রিপস রেনচ হাই স্কুলের অডিটোরিয়ামে বসেও আমরা সবাই চলে গেলাম যেন রমনার বটমূলে। বৈশাখকে আহ্বান জানিয়ে এই পরিবেশনার পর পরই একে একে পরিবেশিত হল একগুচ্ছ রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি আর আধুনিক গান। কখনো একক কণ্ঠে আবার কখনো সমবেত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া জনপ্রিয় গান ‘‘ধিতাং ধিতাং বলে...’’ সমবেত সঙ্গীতের সাথে শিশুরা উপহার দিল এক প্রাণবন্ত নৃত্য।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের নাচ আর গানের পরে বিরতিতে সবার হাতে এলো স্ন্যাকস - সিঙ্গারা, সমুচা আর চাটনি। বিরতির পরে পরিবেশিত হল রম্যনাটিকা-‘‘একটি টেলিফোন কল ও দুইটি দাওয়াত’’ - প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রবাস জীবনে অবসর কাটাবার একটি ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা। নাটকটির উপস্থাপনায় একটু আনাড়ি ছাপ থাকলেও তার বিষয়বস্তু ছিল বেশ উপভোগ্য। নাটক শেষ হতেই ছিল নৈশভোজের পালা। মনের ক্ষুধা কিছুটা মিটবার পরই সবাই পেটের ক্ষুধা মেটালেন সবাই চিকেন বিরিয়ানী দিয়ে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল বাংলা ব্যান্ড। কিছু আমেরিকান বন্ধুদের সহায়তায়, আর কিছু বাংলাদেশী উদ্যমী তরুণ-তরুণীকে নিয়ে ব্যান্ড গ্রুপটিকে দাঁড় করিয়েছে মিঠুল। আমাদের ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর লালন সঙ্গীতের চাইতেও আমাদের অধুনাচর্চিত এই ব্যান্ড সঙ্গীত

নাটকের একটি দৃশ্য

আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশী যুবক-যুবতীদের আকৃষ্ট করে অনেক বেশি। ব্যান্ড একে একে পরিবেশন করল সোলস, তপন চৌধুরী, আজম খান প্রমুখ জনপ্রিয় বাংলাদেশী ব্যান্ড ও ব্যান্ড শিল্পীদের গাওয়া গানগুলো। ব্যান্ডের তালে তালে পুরো অডিটোরিয়াম হয়ে উঠল মাতোয়ারা। এর মাঝে যখন শুরু হল, ‘‘সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী...’’ এ যেন আগুনে ঘৃতাহুতি। সাধের লাউয়ের তালে তালেই শেষ হল ব্যান্ডের পরিবেশনা। আর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হল জাতীয় সঙ্গীতের সুরে সুরে। আমরা যখন অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি তখন রাত বারোটা, বাইরে চাঁদনী রাত আর সবার মনে ‘‘সাধের লাউ...’’।

প্রতিবেদক : শ্যামল নাথ।

লস এঞ্জেলেসে এ এবিই এ-এর অভিষেক

২৩শে জুন শনিবার লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হলো এএবিইএ-সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টারের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠান। এই কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ করলো ২০০১-০২ এই দুই বছরের মেয়াদ সম্পন্ন করার জন্য। এই উপলক্ষে লস এঞ্জেলেসের নিকটবর্তী কালভার সিটি শহরের রামাদা প্লাজা হোটেলে আয়োজিত হয়েছিল নৈশভোজ, এএবিইএ-র কার্যক্রমের উপর বক্তৃতা এবং সবশেষে এক বর্ণাঢ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। উল্লেখ্য, এএবিইএ-র সদস্য-সদস্যা ছাড়াও বরাবরের মত এবারও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও গণমান্য বাংলাদেশী অতিথি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লস এঞ্জেলেস কাউন্টির মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটির চীফ ইনফরমেশন অফিসার এলিজাবেথ বেনেট। তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় প্রযুক্তিমূলক কর্মকান্ডে বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন ও বক্তব্য রাখেন লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মাননীয় সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আলী। তিনি বাংলাদেশী প্রকৌশলী/স্থপতি ছাড়াও অন্যান্য সকল বাংলাদেশীকে বিদেশের মত স্বদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হবার ও বিশেষ ভূমিকা রাখার আহ্বান জনান। কার্যকরী পরিষদের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আকবর হায়দার সিদ্দিকী এবং সেক্রেটারী মাসুদ জাহেদী যথাক্রমে স্বাগত: বক্তব্য রাখেন এবং ভবিষ্যত প্রকল্পের উপর বক্তব্য রাখেন। চ্যাপ্টারের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসাদ হক এবং সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী শেখ মঈনউদ্দিনকে এএবিইএ-র বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মানসূচক প্লাক উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৈকত মিত্র - নন্দিত শিল্পী শ্যামল মিত্রের সঙ্গীত উত্তরাধিকারী সন্তান এবং পরে হৈমন্তী শুক্লা। সৈকত মিত্র ও হৈমন্তী শুক্লা বাংলা প্রচলিত গানের সুর মূর্চ্ছনায় প্রায় তিন শতাধিক দর্শক শ্রোতাকে আড়াই ঘন্টার মত সময় এএবিইএ-র অনুষ্ঠানে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। সাথে তবলায় ছিলেন বরেণ্য তবলা শিল্পী চঞ্চল খান।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এএবিইএ-র সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টারের অন্যতম প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জলিল খান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডঃ ইউনুস রাহীর সম্পাদনায় একটি সুদৃশ্য অনুষ্ঠান-স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদক : ইউনুস রাহী।